সংবাদ ৮/১০/৮০

২৮৭

037

নীলফামারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর করুণ অবস্থা ॥ ছাত্রদের দুর্ভোগ

সৈয়দপুর (রংপুর), ৫ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—নীলফামারী মহকুমার ২৯২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার অসুবিধা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে প্রায় ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

মহকুমার ৬টি থানায় মোট ৪শ' ৬৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৪৮টি বিদ্যালয়ের ঘর ভেঙ্গে গেছে। এ ছাড়াও এই মহকুমার নীলফামারী থানার ৪০টি, সৈয়দপুর থানার ২৫টি, ডোমার থানার ৩৬টি, জলঢাকা থানার ৪৫টি, কিশোরগঞ্জ থানার ৪৯টি ও ডিমলা থানার ৪৯টিসহ মোট ২শ' ৪৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ ও শিক্ষকদের চেয়ার-টেবিল নেই। এ সব বিদ্যালয়ের অধিকাংশতেই ব্ল্যাক বোর্ড পর্যন্ত নেই। এ ছাড়াও বেশকিছু বিদ্যালয়ে ঘরের শেড থাকলেও বেড়ার কোন ব্যবস্থা নেই। বৃষ্টির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের ঘরে বসে ক্লাস করা অসম্ভব হয়ে উঠে। এ সব বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার মত কোন ঘর নেই।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটও তীব্র। একই শিক্ষককে এক সঙ্গে ২।৩টি করে ক্লাস করাতে হচ্ছে। ফলে কোন ক্লাসেরই পড়াশুনা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, প্রায় বছরখানেক পূর্বে মহকুমায় প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও অজ্ঞাত কারণে আজো তার ফলাফল ঘোষিত হয়নি।

গত ১৯৭৮-৭৯ অর্থ বছরে ৪৫ হাজার ও ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত ও মেরামতকৃত মহকুমার ৬টি বিদ্যালয় ধসে পড়েছে। নিম্নমানের কাজের জন্যই এসব বিদ্যালয় ধসে পড়েছে বলে শিক্ষাবিভাগীয় জনৈক প্রকৌশলী মন্তব্য করেছেন।

পুলিশ রংপুর রোডস্থ বি আর টি সি কোচ ষ্ট্যাণ্ডের নিকট হতে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মালামাল উদ্ধার করেছে। এসব মাল গোপনে ঢাকায় পাচার হচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

খবর পেয়ে সৈয়দপুর থানার পুলিশ গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় উপরোক্ত স্থান হতে ৪৯ জোড়া রঙ্গিন চশমা, ৩৫ গ্রোস চুড়ি ও ৫শ' প্যাকেট খেলার তাসসহ বিভিন্ন প্রকার সুতা উদ্ধার করেছে।